পাঠমালা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ, ইউ. পি., দিল্লী, বিহার প্রভৃতি যাবতীয় প্রাথমিক,
জুনিয়ার ও হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর জন্য।

পাঠমালা

প্রথম ভাগ

[তৃতীয় শ্রেণীর জন্য]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. টি.

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান
অধ্যাপক ; কলিকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরীক্ষক ; কাব্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, রবি-
পরিক্রমা, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক, রবীন্দ্রনাট্য
সমীক্ষা, প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা।

স্টুডেন্ট্স্ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এ. টি. দাস
স্টুডেন্ট্‌স্‌ বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংশোধিত সংস্করণ
১৯৮৮

মুদ্রাকর :
এ. টি. দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রতি বছর বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব হয়, তা তোমরা অনেকেই জানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ধনী পরিবারে জন্মালেও বাল্যকালে তিনি বিলাসের মধ্যে পালিত হন নি। কড়া শাসনের মধ্যে তাঁকে থাকতে হত। তাঁর পোশাক ছিল অতি সাধারণ ধরণের, জলখাবার ছিল অতি সামান্য। একটি মাদুরের উপর বসে তিনি গল্প শুনতেন।

সেই সময় থেকে জীবের প্রতি তাঁর দয়ার ভাব প্রকাশ পেত। আকাশে পাখী উড়ত, গাছের ডালে পাখী বসত, তা দেখে এবং তাদের মিষ্টি কলকল রব শুনে তিনি আনন্দে বিভোর হতেন।

পাখীর ডাক শুনে তাঁর কত কথা মনে জাগত। একদিন 'বৌ কথা কও' পাখীর মুখে কাতর ডাক

শুনে তিনি যেন কি-রকম হয়ে গেলেন! তার কথা নিয়ে খাতায় একটা কবিতা লিখে ফেললেন! এমনি অনেক কবিতায় তাঁর খাতাখানি ভর্তি হয়ে উঠল।

সে সময়ে ধনী পরিবারের লোকদের মধ্যে পাখী পোষার শখ ছিল। রবীন্দ্রনাথের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে একটি পোষা কোকিল ছিল। তার কুহু-স্বর রবীন্দ্রনাথের কাছে যেন কান্নার সুর বলে মনে হত।

পাখী পোষা বা খাঁচায় কোন জীবকে বদ্ধ রেখে কষ্ট দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না।

তাঁর এক বৌঠাকুরাণীর পাখী পোষার বড় শখ ছিল। তাঁর এই বৌঠাকুরাণী ছিলেন তাঁর এক দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। তাঁর নানা রকমের পাখীর খাঁচা সারি সারি বারান্দায় টাঙানো থাকত।

বৌঠাকুরাণীর একটি শ্যামা পাখী ছিল। পাখীটি চীন দেশ থেকে আনা হয়েছিল। কাপড়-ঢাকা খাঁচার মধ্য থেকে শ্যামা অনর্গল বুলি বলত। রবীন্দ্রনাথ কতদিন পাখী পোষার জন্য তাঁর বৌ-ঠাকুরাণীকে নিন্দা করেছিলেন।

একবার তাঁর বৌঠাকুরাণী খাঁচায় করে দুটি

কাঠবিড়ালী পুষেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৌ-ঠাকুরাণীকে বললেন, "বৌঠাকরুণ, জীবকে কষ্ট দেওয়া খুব অন্যায়। ওদের এখনই ছেড়ে দাও।"
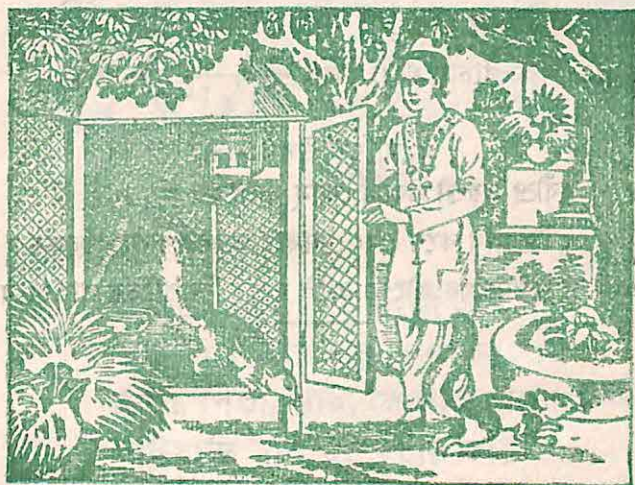
বৌঠাকুরাণী বললেন,—"এইটুকু ছেলে, তুমি আর গুরুগিরি দেখিও না!" রবীন্দ্রনাথ গোপনে কাঠবিড়ালী দুটিকে খাঁচা খুলে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। বন্ধনীর শব্দগুলির স্থানে গল্প থেকে একই অর্থের শব্দ বের করে বসাও:

(বড়লোক) পরিবারে জন্মালেও (ছেলেবেলায়) তিনি (সৌখিনতার) মধ্যে পালিত হন নি। (কঠোর) শাসনের মধ্যে তাঁকে থাকতে হত।

২। 'বৌ কথা কও' পাখীর মুখে কাতর ডাক শুনে কবি রবীন্দ্রনাথ কি করেছিলেন ? [শূন্যস্থান পূরণ করে উত্তর দাও]

তার কথা নিয়ে——একটা কবিতা লিখে ফেললেন।

৩। বৌঠাকুরাণীর শ্যামা পাখী কি করতো ? [শূন্যস্থান পূরণ করে উত্তর দাও]

কাপড়-ঢাকা খাঁচার মধ্যে থেকে শ্যামা——বুলি বলত।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব কোন্ সময় হয় ?

২। রবীন্দ্রনাথ কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৩। রবীন্দ্রনাথের জীবের প্রতি দয়ার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

বন্দনা

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

আমরা সকল শিশু মিলি এক সাথ
প্রণমি তোমারে প্রভু, জগতের নাথ।
মাতা, পিতা, ভাই, বোন, সখা, সখীগণ
পাইয়াছি সবে তব দয়ার কারণ।
এই আশীর্বাদ কর, জগতের পতি,
তোমাতেই চিরদিন থাকে যেন মতি।
দয়া দাও, ধর্ম দাও, দাও বিদ্যা বল,
শক্তি দাও করিবারে লোকের মঙ্গল।
যা কিছু পেয়েছি সব দয়ায় তোমার,
ভক্তিভরে করি তোমা কোটি নমস্কার।

অনুশীলনী

কবিতা থেকে বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে শব্দগুলি বসাও।

——দাও, ——দাও, দাও ——বল,
—— দাও করিবারে লোকের ——।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। জগতের নাথ কে? তাঁর দয়ায় আমরা কি পেয়েছি?

এক মহামানব বেরিয়েছেন তীর্থযাত্রায়। দুঃখী দুর্গত ও অবহেলিত মানুষের সেবা করছেন গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে। এমনিতর সেবা করে মনে ভাবছেন—এই তো ভগবানের সেবা। নরের মধ্যেই আছেন নারায়ণ। মানুষের সেবা—সে তো দেবতারই পূজা।

এই মহামানব মহাত্মা যেখানেই যান, সেখানেই আশ্রয় নেন অস্পৃশ্য পল্লীতে। মনে ভাবেন, এই অস্পৃশ্যরাই তো হরির আপন জন—'হরিজন'।

এই মহামানবের সঙ্গ লাভ করে অস্পৃশ্য 'হরিজনে'রা দীনভাব পরিহার করেছে। মানুষের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছে। এই মহামানব মহাত্মা আপন সাধ্যমত পল্লীতে পল্লীতে 'হরিজন'দের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাদেরও যে মর্যাদা আছে, একথা তাদের জানিয়েছেন।

এই মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে দেশের ঘুমন্ত সমাজের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। সবাই বুঝল—জাতিভেদ সমাজের দুর্বলতাকে ডেকে আনে। মানুষকে হীন মনে করে দূরে সরিয়ে রাখা অন্যায়।

কিন্তু কে এই মহামানব, যিনি অন্ধকারের মধ্যে সেদিন আলো জ্বেলেছিলেন? কে এই মহাত্মা—যিনি মানুষের অপমান লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য সেদিন এমন করে এগিয়ে গিয়েছিলেন? ইনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা—মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁর জন্ম।

প্রত্যেক মানুষের যে একটা মর্যাদা, আছে, আত্মসম্মান আছে—একথা জানাবার জন্য তিনি অনেক মূল্যবান্ বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

যে অস্পৃশ্যতা বর্তমান হিন্দুধর্মকে কদাকার করেছে তা একটি বিষাক্ত ক্ষত। এতে কেবল মনের কঠিনতা এবং অহমিকা প্রকাশিত হয়।

* * *

অস্পৃশ্যতা আমাদের প্রতি একটি অভিশাপ। যতদিন এই অভিশাপ আমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন আমাদের দেশে আমরা নানারকম দুঃখদুর্দশা ভোগ করব।

* * *

আমরা যাদের অস্পৃশ্য বলি, তাদের অবহেলা করায় প্রকৃত হিন্দুধর্মের কোন সার্থকতাই নেই।

* * *

বিষ যেমন এক ফোঁটাতেই সবটুকু দুধকে বিষাক্ত করে দেয়, তেমনি অস্পৃশ্যতাও হিন্দুধর্মকে বিষাক্ত করেছে।

অনুশীলনী

একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো। যেমন :—

তীর্থস্থান—পুণ্যস্থান	অধিকার—	আরাধনা—
মহামানব—	সহ্য—	নিরর্থক—
পবিত্র—	অন্যায়—	ভ্রমণ—

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। মহাত্মা গান্ধী কে ছিলেন ?
২। ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তিনি কি করেন ?
৩। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি যে-সব বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার কয়েকটি উল্লেখ কর।

অকর্মার বিভ্রাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাঙল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা।
'তুই কোথা হতে এলি, ওরে ভাই ফলা!
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেইদিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।'

ফলা কহে, 'ভাল ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে।'
ফলাখানা টুটে গেল, হল-খানা তাই
খুশি হয়ে পড়ে থাকে, কোন কর্ম নাই।

চাষা বলে, 'এ আপদ আর কেন রাখা?
এরে আজ চ্যালা করে ধরাইব আখা।'
হল বলে, 'ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে,
খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।'

অনুশীলনী

ফাঁকা জায়গায় একটি করে উপযুক্ত শব্দ বসাও:

আমি যাই —। ফলখানা —— গেল। কোন —— নাই।
এরে আজ —— করে ধরাইব। আয় ভাই ——।
খাটুনি যে ভাল ছিল ——।

। মৌখিক উত্তর দাও ।

১। লাঙল ফলাকে কেঁদে কি বললো?
২। ফলা লাঙলের কথা শুনে কি করলো?
৩। ফলাবিহীন লাঙলের কি অবস্থা হলো?

স্বামী বিবেকানন্দ

ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে একদল সাঁওতালকে। সবাই ভাবে ওদের ছুঁলে জাত যায়, ওরা নীচ জাত।

কিন্তু একজন সাধুপুরুষ—তাঁর বড়ো ভালো লাগে এই সরল মানুষগুলোকে। তাঁর মনে কোন ঘৃণা নেই, বিকার নেই। সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন ওদের সুখদুঃখের কথা।

ইতিমধ্যে একদিন এঁর ইচ্ছায় সাঁওতালদের বেশ ঘটা করে খাওয়ানো হল মঠে। লুচি-তরকারি, মণ্ডা-মিঠাই আরও কত কি। খাওয়ার শেষে সাঁওতাল-সর্দার ত' খুব খুশী। সে আনন্দে গলে গিয়ে বললে, "তোরা এমন জিনিস কোথায় পেলি বাবা? আমরা ত' এসব কখনো খেতে পাই না।"

সাঁওতালদের খুশী করে খাইয়ে সাধুপুরুষটি তাঁর শিষ্যদের বললেন—“ছাখ্! এদের মধ্যেই আমি দেখলুম নারায়ণ! এমন সরল মন, এমন অকপট মানুষ, এমনতর ভালবাসা—এমন আর কখনো দেখি নি। এদের দুঃখ, এদের লাঞ্ছনা দূর করতে পারবি? তা যদি পারিস—তবে ঈশ্বরকে পাবি, ধর্ম হবে।”

কে এই সাধুপুরুষ—যিনি সেদিন সমাজের হীন অবহেলিত লোকদের নারায়ণ বলে মনে করেছিলেন? কে এই মহাপুরুষ, যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দীনদুঃখীর সেবা করলেই ধর্ম হয়।

ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে ইনি চির-স্মরণীয় হয়েছেন। এঁর জন্ম হয় ১২ই জানুআরি ১৮৬৩ সালে। তিরোধান ঘটে ৪ঠা জুলাই ১৯০২ সালে! অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম স্বামী বিবেকানন্দ করে গিয়েছেন। তাঁর নিম্নলিখিত বাণীগুলো আজও আমাদের প্রেরণা দেয়।

* * *

নীচ জাতকে তুলতে হবে। আবার তাদের ওঠবার যে শক্তি, তাও আমাদের ভিতর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

* * *

আমরা যেদিন থেকে অপর জাতকে ঘৃণা

করতে আরম্ভ করলাম, সেদিন থেকে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হল।

* * *

ভারতবর্ষের গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের ওঠবার কি কোন উপায় নেই?

* * *

হে যুবকবৃন্দ! দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক!

অনুশীলনী

শূন্যস্থানে পাঠ্য অংশটি থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বসাও:

(ক) এদের মধ্যে আমিই দেখলুম সাক্ষাৎ ——।

(খ) —— বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম স্বামী বিবেকানন্দ করে গিয়েছেন।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীর উল্লেখ কর।

২। একই শব্দের অর্থ পাশাপাশি লেখ। বইয়ের শেষে অভিধান দেখে উত্তর দাও:—

সহানুভূতি— সাক্ষাৎ— অকপট—
লাঞ্ছনা— চিরস্মরণীয়— তিরোধান—
অস্পৃশ্যতা।

চল্ চল্ চল্

—নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
চল্ চল্ চল্॥

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল।

চল্‌রে নওজোয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

অনুশীলনী

১। শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করো :
মাদল, উতলা, ধরণী, অরুণ, তিমির।

২। একই অর্থের শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লেখো।
ঊর্ধ্ব—
গগন—
ধরণী—
টুটাব—
তোরণ—
আহ্বান—

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

২। কবি অরুণের দলকে কি গান গাইতে বলছেন ?
শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে উত্তর দাও :
—— গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ, আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল—একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকা ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বার বার বলতে লাগলুম 'তারপর?'

সে বললে, 'তারপর সে এক কাণ্ড! দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফ-জোড়া। ঝড়ের

সময় সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে! খাবি খেতে খেতে উঠল চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। তাই বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম 'আও বাচ্চা! সে সামনে দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছট্‌ফট্‌ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এ পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, সে মরে গেল নাকি?' আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনের ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছেয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাজ মিলবে না।'

আমি বললুম 'আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?'

আবদুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায় মনে হয়, ভারী বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স্ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগল-ছানা পাশে বাঁধা। কখন্ নদী থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগালো। ছাগল-ছানা ছেড়ে জন্তটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তারপর?' আবদুল বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।'

অনুশীলনী

১। ভুল অর্থ কেটে দাও :

(ক) কালবৈশাখী = বৈশাখ মাসের কালো দিন/চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকেল বেলার ঝড়/কাল বৈশাখ মাস শেষ হয়েছে এমন দিন।

(খ) কাছি = মোটা দড়ি/কাছাকাছি/কাছিম।

(গ) তোড় = তোড়া/তাড়াতাড়ি/স্রোতের বেগ।

(ঘ) নাল = লাল/নালা/লালা।

(ঙ) ক্রোশ = দুই মাইলের কিছু বেশী পথ/এক মাইল/চার মাইল।

২। আবদুল মাঝির চেহারা কেমন ছিল?
৩। আবদুল মাঝি রবীন্দ্রনাথের দাদাকে পদ্মা থেকে কি এনে দিত?
৪। তুফানের সময় আবদুল কি করেছিল?
৫। আবদুলকে দেখে বাঘের কি হয়েছিল?
৬। বাঘের গলায় ফাঁস আটকাবার পর আবদুল তাকে দিয়ে কি করিয়েছিল?

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

শুদ্ধ উত্তর কি হবে?

(ক) দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল পড়ল ভেঙে—মাঠে/চালের উপর/পদ্মায়/মেঘনায়।

(খ) বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত, কিন্তু ফুরিয়ে গিয়েছিল—লাইসেন্স/গুলি/তেল।

(গ) কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে—বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছিল/রোদে চাল বাছছিল/দা দিয়ে বাখারি চাঁছছিল।

আমাদের গ্রাম

—বন্দে আলি মিঞা

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলি নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই-ভাই
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ-ভরা ধান তার, জল-ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকি মিকি।

আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন!
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে,
পাখী ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

অনুশীলনী

১। গ্রামের বর্ণনা লেখো। ছোট গ্রামখানিকে 'মায়ের সমান' বলা হয়েছে কেন?

২। নীচের শব্দের সঙ্গে মিল আছে এমন শব্দগুলি কবিতা থেকে বেছে নিয়ে নীচে নীচে লেখ।

সবাই মিলিয়া	চিকিমিকি	পাঠশালায়
....	....	....

।। মৌখিক উত্তর দাও ।।

সকালে সোনার রবি কোন্ দিকে ওঠে? ....

লোকটি বলল,—"আমায় বাঁচান কর্তা, আমার যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! কেউ যে আমায় দয়া করছে না।"
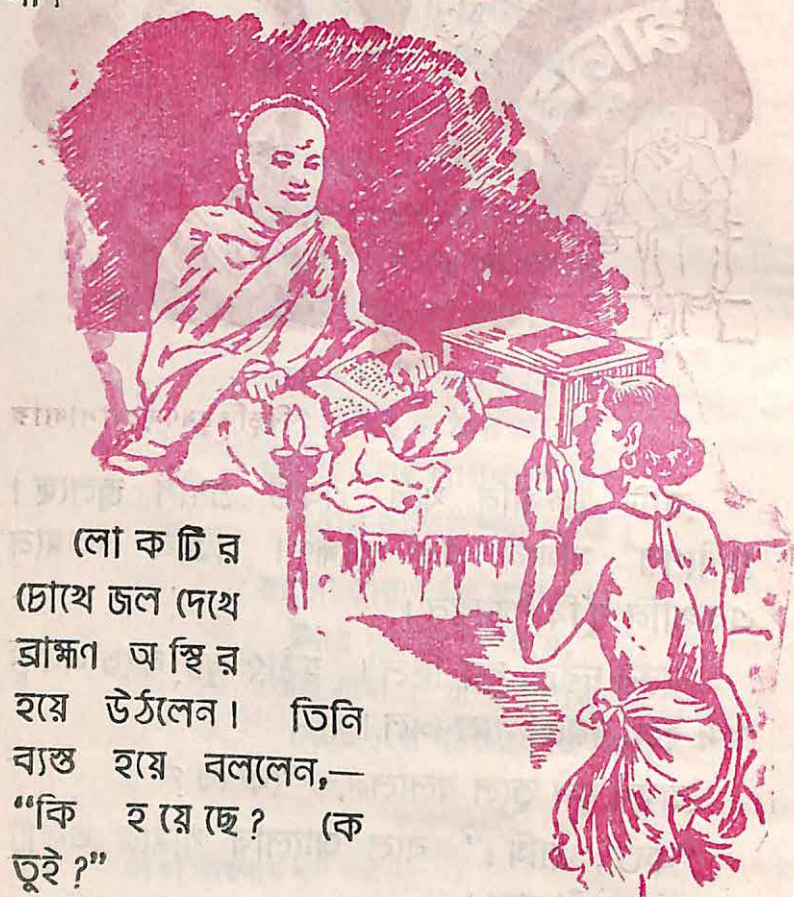
লোকটির চোখে জল দেখে ব্রাহ্মণ অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"কি হয়েছে? কে তুই?"

সে বলল, "বাবা! আমি ঝাড়ুদার। আমার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, কিন্তু কেউ আমার ঘরে যেতেই চায় না। আমি ছোট জাত। আমাকে ছুঁলে নাকি জাত যাবে। জাতের ভয়ে, কেউ এসে আমাকে সাহায্য করছে না।"

কালো পাথরের উপর ঝরনার ধারা যেমন করে

নেমে আসে, লোকটির দু'চোখ বেয়ে ঠিক তেমনিভাবে জলধারা নামল।

ব্রাহ্মণ তখনই উঠে পড়লেন। তারপর বললেন—"কি করবি? আচ্ছা নে, আমার লণ্ঠনটা নে দেখি। আমি ওষুধের বাক্সটা নিচ্ছি। তোর বাড়ী কোথায় নিয়ে চল্।"
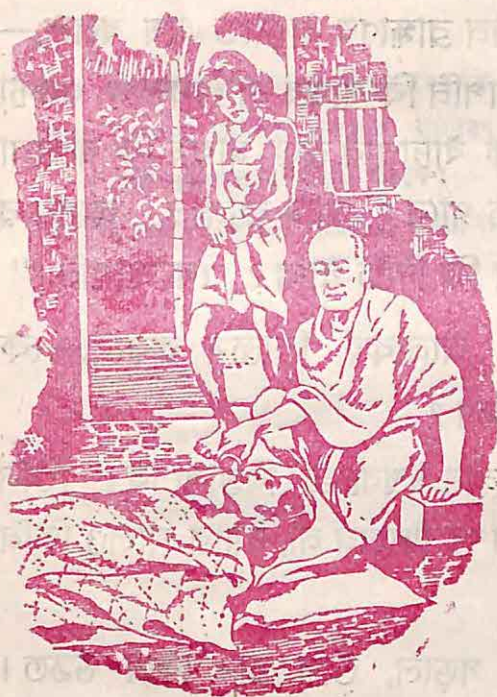
লোকটি লণ্ঠন হাতে আগে আগে চলল, আর ব্রাহ্মণ একটি ছোট বাক্স হাতে তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। লোকটির স্ত্রী তখন মর-মর। তার সারা গা মলমূত্র আর বমিতে পরিপূর্ণ ঘরে ভীষণ দুর্গন্ধ।

ব্রাহ্মণ প্রথমে লোকটিকে ঘর পরিষ্কার করতে বললেন। তারপর রোগিণীকে ওষুধ খাইয়ে দিলেন এবং একমনে তার সেবা করে যেতে লাগলেন।

সে যেন যমের সঙ্গে লড়াই ! লড়াইয়ে হার মেনে যমরাজা ফিরে গেলেন।

ভোরবেলায় রোগিণী অনেকটা সুস্থ হল। রোগিণীকে আরও একটু সুস্থ দেখে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণের সেবা-যত্নে অসহায় ঝাড়ুদারের স্ত্রী ভাল হয়ে উঠল।

লোকটি পরদিন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এসে বলল,—"বাবাঠাকুর ! আপনি কি মানুষ না দেবতা ? একটা ঝাড়ুদারের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য মানুষ কি কখনো এমন কাজ করতে পারে ? আমি কাঙ্গাল ! আপনার দয়ার বদলে আমি কি দিতে পারি ? কে আপনি ?"

শুনে হয়তো অনেকেই জিজ্ঞেস করবে,—কে তিনি, কে এই ব্রাহ্মণ ?

এই ব্রাহ্মণের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি কেবল বিদ্যার সাগর ছিলেন না, দয়ার বলেও তিনি বিখ্যাত।

কেউ বিপদে পড়লে, তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি তখন একবারও ভাবতেন না, লোকটি ধনী কি দরিদ্র, পাপী কি সাধু, ব্রাহ্মণ কি সামান্য ঝাড়ুদার !

অনুশীলনী

'পুঁথি', 'সর্বনাশ', 'মর-মর' শব্দগুলি নীচের বাক্যে যথাস্থানে বসাও।

(ক) তিনি একমনে একখানি —— পড়ছেন। (খ) আমায় বাঁচান কর্তা, আমার যে —— হয়ে যাচ্ছে। (গ) লোকটির স্ত্রী তখন—— !

।। মৌখিক উত্তর দাও ।।

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঝাড়ুদারের কি উপকার করেছিলেন ?

২। শিক্ষক মহাশয় শব্দগুলি উচ্চারণ করবেন। শিক্ষার্থীরা সেই শব্দগুলোর বানান করবে ঃ

প্রদীপ, রোগিণী, দরিদ্র, পরিষ্কার, জিজ্ঞাসা।

পরের জন্য চোখের জল

রোজ বেলা একটার সময় স্কুলের টিফিন হয়। বলতে গেলে এই স্কুলের সব ছেলেই অবস্থাপন্ন ঘরের। তাদের বাড়ী থেকে টিফিনের সময় খাবার আসে। তারা দুপুরবেলা সেই জলখাবার খায়। কিন্তু এই স্কুলের একটি ছেলে—বড় গরীব সে! বেচারা বাড়ী থেকে খাবার আনতে পারে না। তাই অন্য সব ছেলেরা যখন টিফিনের সময় জলখাবার খায়, সে ম্লানমুখে এখানে-ওখানে লুকিয়ে বেড়ায়।

এই ব্যাপারটা একদিন তার এক সহপাঠীর চোখে পড়ল। সে ধনীর ঘরের ছেলে, কিন্তু মনে তার বড় দয়া। তাই একদিন সে ঐ গরীব ছেলেটিকে কাছে ডেকে নিজের খাবার দুজনে ভাগ করে খেল। তারপর থেকে রোজই এই গরীব ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে ধনীর ঘরের ছেলেটি তার খাবার ভাগ করে খায়।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

হঠাৎ দেখা গেল গরীব ছেলেটি কিছুদিন ধরে স্কুলে আসছে না। তা দেখে তার সেই সহপাঠী ভাবল, ছেলেটির বোধ হয় কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে। খোঁজ করে জানল যে তার বাড়ী স্কুলের কাছেই। সুতরাং একদিন ছুটির পরই সে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল।

বাড়ীতে পা দিয়ে এই বালক বুঝল—তার সহপাঠী কত গরীব। তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সে

তার সহপাঠিকে বলল, "ভাই! স্কুলে যাচ্ছ না কেন?"

গরীব ছেলেটি ম্লানমুখে উত্তর দিল, "পড়া আর আমার হবে না ভাই!"

"কেন?"

"মাইনের টাকা, বইয়ের দাম—এত টাকা আমার বাবা আর যুগিয়ে উঠিতে পারছেন না! আমরা বড় গরীব।" বলতে বলতে বালকটির চোখে জল দেখা দিল।

সহপাঠীর দুঃখের কথা শুনে বড়ঘরের ছেলেটির চোখেও জল এল। সে চুপ করে ভাবতে লাগল, "গরীব এই ছেলেটি ত পড়াশুনায় খারাপ নয়। বরং বেশ

ভালই। অথচ টাকার অভাবে এর পড়াশুনাটা বন্ধ হয়ে যাবে ?"

মুহূর্তকাল পরে বালক মুখ খুলল। বলল,—"আচ্ছা, আজ আমি আসি ভাই! কাল আবার আসব।"

বাড়ী গিয়ে বড়ঘরের এই বালক সমস্ত কথা তার বাবাকে জানাল। গরীব ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বাবাকে ধরে পড়ল।

বাবা ছেলের কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি ঐ গরীব ছেলেটির পড়াশুনার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই যে বালক,—সহপাঠীর দারিদ্র্যদুঃখ দেখে সেদিন যার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ। বড় হয়ে 'দেশবন্ধু' নামে ইনি খ্যাতিলাভ করেন।

আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত—সকলের দুঃখকষ্টের কথা শুনলে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মন করুণায় ও মমতায় ভরে উঠত। তারপর দরাজ হাতে সাহায্য করে দুঃখী ও অভাবগ্রস্তের দুঃখ ও অভাব তিনি দূর করতেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। ব্যারিস্টার হয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তখনও তাঁর দয়া ও দানশীলতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশের সেবায় জীবণ উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের

কোথাও দুর্ভিক্ষ হলে, বন্যা হলে, মানুষের দুঃখদুর্দশা ঘটলে তিনি অর্থ দিয়ে শক্তি দিয়ে আপন দেশবাসীর সেবা করে গিয়েছেন। তাই তাঁর দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' বলত। চিত্তরঞ্জন তাঁর দেশবাসীর দেওয়া নামের মর্যাদা রেখে গিয়েছেন—তাঁর দেশবন্ধু নাম সার্থক হয়েছে।

অনুশীলনী

একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো। বই-এর শেষে অভিধান দেখো।

যেমন ঃ	বরং—পরন্তু	খুশী—	খ্যাতি—
	মুহূর্তকাল—	দারিদ্র্য—	আত্মীয়—
	জন্য—	দেশবন্ধু—	পরিচিত—
	উপার্জন—	দানশীলতা—	মহাত্মা—
	অবস্থাপন্ন—	সহপাঠী —	সার্থক—

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

বাল্যকালে চিত্তরঞ্জনের জীবনে যে দয়াশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তার পরিচয় হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ কর।
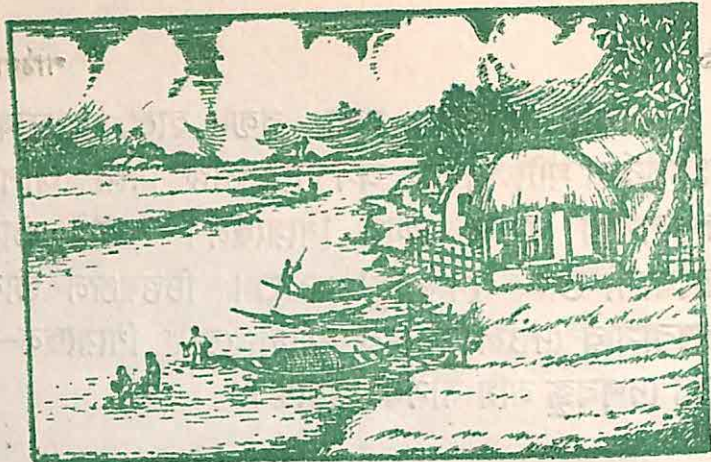
বাংলাদেশ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো।

২। ফাঁকা জায়গায় শব্দ বসাও :

(ক) বাংলার মাটি —— হউক।

(খ) বাংলার ঘর, —— হউক।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

ভারতবর্ষের উদ্ভিদ

প্রমথ চৌধুরী

উদ্ভিদের কাছ থেকে আমরা শুধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা, তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিস যোগায়। উত্তরাপথ প্রধানত আমাদের দেয় অন্ন, আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্বাংশ ভাতের দেশ। প্রধানত ধান জন্মায়—অতিবৃষ্টির দেশে। গম জন্মায়—অল্পবৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টির দেশে। তারপর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাংলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশি, তাই বাঙলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পাঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পাঞ্জাবে প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। ধান বৃষ্টির জলে স্নান করতে না পেলে বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে

হয় না। গোড়ায় রস পেলেই গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ সাহারা মরুভূমির ভিতর যেখানে একটু জল আছে, সেখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর—মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায় বারিবর্ষণ করবার দরকার নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লেই সেখানে গম জন্মায় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে শুধু পিপাসা আছে তাই নয়,

ক্ষিধেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশী বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অভ্যন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব শুধু জলের। তাই মরুভূমির অভ্যন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যেসব শস্যের শুধু গোড়ায় জল চাই, সেসব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। সিন্ধু নদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধু দেশকে এখন শস্যশ্যামল ক'রে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি পলিমাটি নয়, আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত পাথর-গলা মাটি, ধান জন্মায় না! গমও জন্মায় না, জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারই রুটি খেয়ে এদেশের

লোকে জীবনধারণ করে। এই ভূভাগের দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্বে করমণ্ডল উপকূল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তালগাছের। তা ছাড়া এদেশে শস্যও প্রচুর জন্মে। তবুও দক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক যুগিয়ে উঠতে পারে না, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দক্ষিণাপথের আর একটি সম্পদ আছে। এদেশে এত কার্পাস জন্মায় যে, দক্ষিণাপথ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ বিদেশকে তুলো যোগায়। বাংলা যেমন ধানের দেশ, পাঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দক্ষিণাপথ তেমনি মুখ্যত তুলোর দেশ। এ দেশ শুধু কার্পাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ।

অনুশীলনী

১। বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের শব্দ এই রচনা থেকে বেছে নিয়ে বসাও :

(ক) সাহারা মরুভূমি ও আরব দেশই (প্রকৃতপক্ষে) খেজুরের দেশ।

(খ) উট মরুভূমিরই (প্রাণী)।

(গ) আগ্নেয়গিরি থেকে (বের হওয়া) পাথর-গলা মাটি।

২। উদ্ভিদের কাছ থেকে আমরা কি কি পেয়ে থাকি ?

৩। শূন্যস্থানে পাঠ্য অংশ থেকে শব্দ নিয়ে বসাও :

শস্যের যে শুধু —— আছে তাই নয় —— আছে।

।। মৌখিক উত্তর দাও ।।

১। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, শিক্ষার্থীরা শুধু শব্দটি উচ্চারণ করবে :

(ক) বাঙলার মাটি শক্ত/নরম। (খ) পাঞ্জাবে বৃষ্টি বেশী/কম।

২। অর্থের পার্থক্য বল : অনাবৃষ্টি—অতিবৃষ্টি।

রথের মেলা

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিয়ো কাল্‌কে সকাল বেলা,
কাল্‌কে বড় মজার দিন, কাল্‌কে রথের মেলা !
এতে যেন গোলটি না হয় দেখো কোন মতে ;—
কাল্‌কে যাবো রথে মাগো কাল্‌কে যাবো রথে !

গুরুমশায় নিয়ে যাবেন রথের মস্ত মেলায় !
কাল্‌কে কেবল কাট্‌বে দিন হাসি-খুশি-খেলায় !
জাগিয়ে দিয়ো, ভোরে যখন বাজ্‌বে নহবতে ;
কাল্‌কে যাবো রথে মাগো, কাল্‌কে যাবো রথে !

দিদির সঙ্গে হ'য়ে আছে জন্মের মত আড়ি ;
তার জন্যেও কিনতে হবে কল্কা পেড়ে শাড়ি,
পারি যদি আন্‌বো আরো ছোট্ট একটি নথ,
কাল্‌কে দেখবো রথ মাগো, কাল্‌কে দেখবো রথ ।

কোথাও হবে রামমঙ্গল, কোথাও বা কেত্তন,
সে সব ছেড়ে দোলায় চড়ে দুলবো মোরা কয়জন,—
সাপের খেলা, সঙের ঢং দেখবো শুরু হতে ;
কাল্‌কে যাবো রথে মাগো, কাল্‌কে যাবো রথে !

অনুশীলনী

১। বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের আরেকটি শব্দ বসাও :

(ক) আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিও কালকে (প্রভাত) বেলা।

(খ) এতে যেন (ভুলটি) না হয় দেখো কোন মতে।

(গ) (শিক্ষকমশায়) নিজে যাবেন রথের (বিরাট) মেলায়।

(ঘ) ভোরে যখন বাজবে (সানাই)।

২। রথের মেলায় যাবার জন্য শিশুর সাধ হয়েছে কেন ?

৩। রথের মেলা থেকে শিশুটি তার দিদির জন্য কি কি কিনতে চেয়েছে ?

৪। মেলায় শিশুটি কি কি দেখতে পাবে বলে কল্পনা করেছে ?

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

নীচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করে বলো :

আড়ি, নথ, কেত্তন, সঙ, ঢং।

পৃথিবীর উপরে যেমন নানা রকমের জীবজন্তু ও কীট ইত্যাদি বাস করে, নীল সাগরের নীচেও তেমনি অসংখ্য প্রাণী ও কীট ইত্যাদি আছে। সমুদ্রে প্রবালকীট নামে লাল রঙের এক রকম কীট আছে। কখনও কখনও অসংখ্য প্রবালকীট সমুদ্রের তলায় কোন এক জায়গায় মরে জমতে থাকে। জমতে জমতে তা সাগর থেকে মাথা উঁচু করে জেগে ওঠে। তখন বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাগরের বুকে ডাঙ্গার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ক্রমশ সেগুলিতে গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা, ফলমূল, শস্য জন্মাতে থাকে। মানুষ গিয়ে সেখানে বাস করে। এগুলিকে প্রবাল দ্বীপ বলে।

সমুদ্রের জলে অসংখ্য রকমের মাছ আছে। করাত মাছ বলে একরকম মাছ থাকে। করাত মাছের মুখটা লম্বা করাতের মত। মুখের দুপাশে করাতের মত কাঁটা। এই শ্রেণীর মাছ মুখের এক আঘাতে বিশাল আকারের তিমি মাছেরও পেট চিরে দিতে পারে। সাগরতলের তরবারি মাছও ভীষণ। এদের মাথায় সরু বর্শার মত একটা ধারাল কাঁটা আছে। এরা মানুষ, তিমি মাছ প্রভৃতি প্রাণীকে এদের মাথার ঐ বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে থাকে।

অক্টোপাশ সাগরজলের আর একটি সাংঘাতিক জীব। এদের আটটি বড় বড় শুঁড় বা হাত থাকে। এইগুলি

দিয়ে এরা মানুষ বা অন্য প্রাণীকে জড়িয়ে ধরে। অক্টোপাশ একবার যাকে ধরে শুঁড়গুলি কেটে না ফেললে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থানে রচনাটি থেকে শব্দ নিয়ে লেখো :

(ক) —— মাছের মুখটা লম্বা করাতের মত। মুখের দুপাশে —— মত কাঁটা।

(খ) —— একবার যাকে ধরে তার শুঁড়গুলি কেটে না ফেললে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে নীচের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা কর :

(ক) প্রবাল দ্বীপ কিভাবে তৈরী হয়?

(খ) প্রবালকীটের রঙ কি রকম?

(গ) প্রবাল দ্বীপে কি মানুষ বাস করে?

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটা কয়েক আইন জারি,
দু-এক জনায় খুব ক'সে দিই সাজা।
মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব!
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন-চিক্
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি' চতুর্দিক্,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।
হাওয়ায় বলি, হল্লা করে চল্
তারার বাতি নিভিয়ে দলে দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'রে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। হঠাৎ রাজা হলে পর ছেলেটি মেঘগুলোকে কি হুকুম করবে।

২। হাওয়াকেই বা সে কি আদেশ দেবে?

৩। অর্থ বল: ছল, আইন, জারি, মহোৎসব, দিলদরিয়া, স্ফূর্তি, হল্লা।

৪। বানান কর: বৃষ্টি, চতুর্দিক, অন্ধকার, রাজকন্যা, পদ্মাবতী।

৫। বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে কবিতা থেকে বেছে নিয়ে একই অর্থের আর একটি শব্দ বসাও:

(ক) করি গোটাকয়েক আইন (চালু)। (খ) দু'এক জনায় খুব (কঠোর) দিই সাজা। (গ) হাওয়ায় বলি, (গোলমাল) ক'রে চল্।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকমহাশয়কে নীচের প্রশ্নের উত্তর বল:
হঠাৎ রাজা হবার পর ছেলেটি কি কি করবে?

২। শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা ক'রে বল:
বৃষ্টি, চতুর্দিকে, অন্ধকার, রাজকন্যা, দিলদরিয়া।
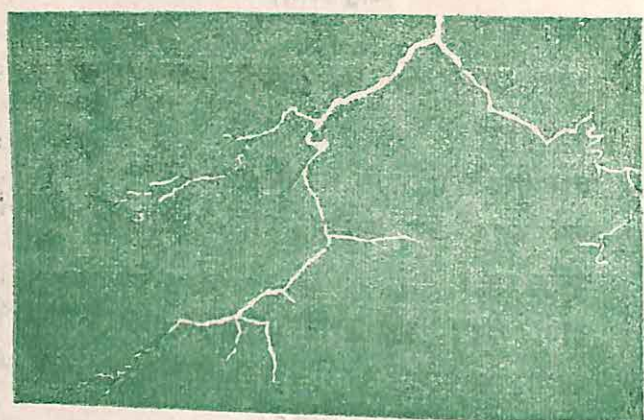
বাজ ধরা ফাঁদ

—দেবীলাল মজুমদার

সে এক আচ্ছা পাগল। বৃষ্টি এলে সব ছেলেরা যখন ঘুড়ি লাটাই গুটিয়ে বাড়ি যায়, সে ঠিক তখনই আসে ঘুড়ি ওড়াতে। তাছাড়া সত্যিই তো সে আর ছেলে-মানুষটি নেই। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হবে তার। আর তার ঘুড়ি লাটাই দেখলে অবাক হয়ে যাবে। বিরাট এক ঘুড়ি, তাও কাগজের তৈরি নয়, সিল্কের। এমন কি সুতোও সিল্কের। আরো শুনবে তার পাগলামির কথা? বলে কিনা "বাজ ধরবো"। হ্যাঁ, বাজ ধরবেন ঐ সিল্কের ঘুড়ি আর সিল্কের সুতো দিয়ে। তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। কারুর কথায় সে কানই দেয় না। আকাশে মেঘ দেখলেই সে ঘুড়ি ওড়ায়। বৃষ্টি পড়লেও নড়ে না। মেঘের গা বরাবর ঘুড়ি চালিয়ে দেয় আর থেকে থেকে লাটাইএ বাঁধা লোহার যে চাবিটা ঝুলছে তাতে আঙুল ঠেকিয়ে কী দেখে।

একদিন হয়েছে কি, ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে,—সে তার ঘুড়িখানি মেঘের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে লাটাইএ বাঁধা চাবিতে হাত ছোঁয়াতেই খেয়েছে প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্। তুমি আমি ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে যন্ত্রণার চোটে মেজাজের ঠিক রাখতে পারবো না। কিন্তু তার কি সবই অনাচ্ছিষ্টি! ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে আহ্লাদে একেবারে আটখানা —এই তো বাজ ধরেছি, বাজ ধরেছি। কিন্তু লোকটি কে? তাঁর নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ইনিই প্রথম ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে ঘুড়ি উড়িয়ে বাজ ধরে প্রমাণ করেন যে বাজ বা আকাশের বিদ্যুৎ আসলে ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুশীলনী

১। বন্ধনীর শব্দগুলো নীচের শূন্যস্থানে বসাও :

(সিল্কের ঘুড়ি, মেঘ, নড়া, গা বরাবর, থেকে থেকে)

হ্যাঁ, বাজ ধরবেন ঐ সিল্কের —— আর সিল্কের সুতো দিয়ে। আকাশে —— দেখলেই সে ঘুড়ি ওড়ায়। মেঘের — বরাবর ঘুড়ি চালিয়ে দেয় —— লাটাইএ বাঁধা লোহার যে চাবিটা ঝুলছে তাতে আঙুল ঠেকিয়ে কী দেখে।

২। শূন্যস্থানে বৈজ্ঞানিকের নাম বসাও :

কিন্তু লোকটি কে? তাঁর নাম ——।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

বাজ বা আকাশের বিদ্যুৎ আসলে কি?

আমার বাড়ী

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাড়ী আমার ভাঙ্গন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।
সাম্‌নে ধূসর বেলা, জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাচ, লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে।

ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা ঘাটে আছড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠাবাসে মন করে চঞ্চল।
যত দূরেই চাই শোভার সীমা নাই,
পল্লীবধূ কলসী ক’রে জল লয়ে যায় কাঁখে।

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করো :
বাঁকে, সুদূর, নীরব, মুখর, চঞ্চল, পল্লীবধূ।

২। বাঁদিকের অংশের সঙ্গে ডানদিকের ঠিক অংশটি মিলিয়ে উত্তর দাও :

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে	লাফায় বোয়াল মাছ।
জেলেরা দেয় বাচ	আছড়ে পড়ে জল।
ভাঙ্গা বাড়ী ভাঙ্গা ঘাটে	শোভার সীমা নাই।
যত দূরেই চাই	নাচে জলের ঢেউ।

॥ মৌখিক উত্তর দাও ॥

১। কবির বাড়ী কোথায় ?
২। জেলেরা জলে কি করে ? বোয়াল মাছ কি করে ?
৩। নীরব আকাশ কিসে মুখর হয় ?
৪। জল কোথায় আছড়ে পড়ে ?
৫। কবির মন কিসে চঞ্চল হয়ে ওঠে ?
৬। পল্লীবধূরা কি করে ?

এক সময়ে রোম নগরের এক রাজপুরুষের একটি ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিল। কোন গ্রামে লুকিয়ে থাকলে ধরা পড়ার ভয় ছিল। এজন্য সে নির্জন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ দেখা গেল, সেই গুহায় একদিন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে এক
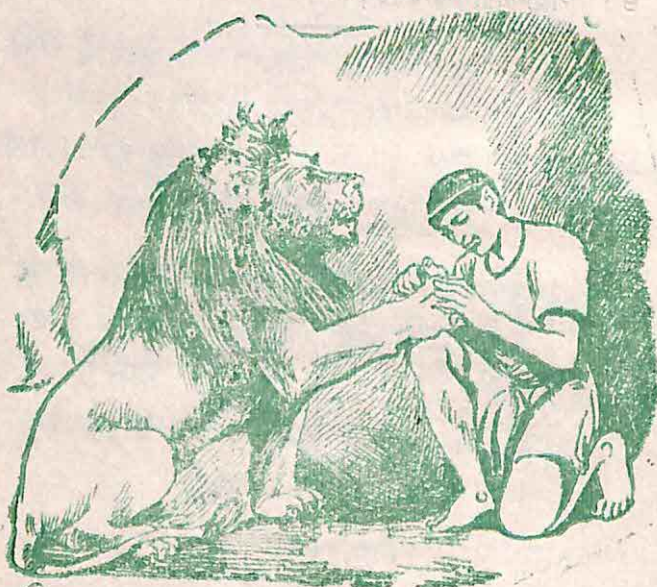
সিংহ এসে হাজির হল। সিংহ দেখে ক্রীতদাসটি প্রথমটায় বড় ভয় পেল। কিন্তু দেখল সিংহটি কোন

অনিষ্টই করছে না। সে শুধু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার পায়ে একটি বেশ বড় গোছের কাঁটা বিঁধেছে। তাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। সিংহ আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পা-টি ক্রীতদাসের কোলের ওপর তুলে দিল। পলাতক ক্রীতদাস সিংহের ইঙ্গিত বুঝল। সে সিংহের পা থেকে কাঁটাটি বের করে দিল। সিংহ তাতে বড়ই আরাম পেল। তারপর সিংহ চলে গেল।

দিন যায়। একদিন এই ক্রীতদাসটি ধরা পড়ল।

যখনকার কথা, তখন রোমে পলাতক ক্রীতদাসের শাস্তি ছিল নিদারুণ। পলাতক ক্রীতদাসদের ক্ষুধিত সিংহের খাঁচার ভিতর ফেলে দেওয়া হত। সিংহ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

এই ক্রীতদাসটিকেও সেই শাস্তি দেওয়া হল। তাকে একদিন এক ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ভাগ্যক্রমে, যে সিংহের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই সিংহের খাঁচাতেই ক্রীতদাসটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগে রাজার লোকেরা বন থেকে এই সিংহটিকে ধরে এনেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সিংহ তার উপকারীকে চিনতে পেরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা যখন প্রকাশ পেল, তখন ক্রীতদাসের প্রভু তাঁর ক্রীতদাসকে ক্ষমা করলেন। সিংহটিই তার উপকারীর প্রাণ বাঁচিয়ে দিল।

অনুশীলনী

১। আর একটি অর্থ দেখিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে আরেকটি বাক্য গঠন কর—

ধরা : ধরা পড়ার ভয় ছিল :

ধরা :

বেশ : তার পায়ে বেশ বড় গোছের একটি কাঁটা বিঁধেছে।

বেশ :

লুটিয়ে : সিংহ তার উপকারীকে চিনতে পেরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

লুটিয়ে :

ইঙ্গিত : ক্রীতদাস সিংহের ইঙ্গিত বুঝল।

ইঙ্গিত :

২। পূর্ণবাক্যে উত্তর লেখ :

(ক) বনের সিংহ পলাতক ক্রীতদাসের কোন অনিষ্ট না করে তার কোলের ওপর নিজের পা-টি তুলে দিয়েছিল কেন? (খ) ক্রীতদাসটিকে সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলে পর সিংহ কি করেছিল তা বল। (গ) কি কারণে সিংহটি ঐ পলাতক ক্রীতদাসটির কোন অনিষ্ট করে নি?

।। মৌখিক উত্তর দাও ।।

কোন প্রাণীর গল্প শিক্ষক মহাশয়ের কাছে শুনে স্কুলে সেই গল্পটি নিজে বলো।

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি? কত হাজার হাজার নক্ষত্র সারা আকাশটা জুড়ে থাকে! কোনটা দপ্ দপ্ করে আলো দেয়, কোনটা মিট্‌মিট্ করে জ্বলে। তাদের রঙই বা কত রকমের! কোনটার রঙ তারাবাজির মত সাদা, কোনটা হল্‌দে, আবার কোনটা লাল। আকাশের কোন কোন জায়গায় বড় বড় নক্ষত্র দেখতে পাবে না। সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট। মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি থেকে প্রদীপের যে একটু আলো আসছে, এদের আলো যেন তার চেয়েও অল্প। আকাশের আর একদিকে চেয়ে দেখ, সেখানে যেন বড় নক্ষত্রের বাজার বসে গেছে। ছোট নক্ষত্রের মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে।

উপর দিকে তাকিয়ে দেখ,—সাদা জলের যেন একটা নদী আকাশের এক ধার থেকে মাথার উপর

দিয়ে আর একধারে মিশছে। তার স্রোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসছে। লোকে একে ছায়াপথ বলে।

আকাশের আর একদিকে তাকিয়ে দেখ,—ঠিক যেন কতকগুলি জোনাকি পোকা জড় হয়ে একটা চাক বেঁধেছে। তার চঞ্চল আলো ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলছে। এ যেন আকাশের গলার একখানা ধুক্‌ধুকি! দূরে আকাশের গায়ে ঐ যে একটুকরো সাদা মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, তোমরা বোধ হয় ভাবছ যে ওটা মেঘ। কিন্তু তা নয়। অতি দূরের নক্ষত্রগুলি ঐখানে জটলা পাকিয়ে আছে। তাই নক্ষত্রগুলিকে পৃথক পৃথক দেখা যাচ্ছে না, তাদের ক্ষীণ আলো জমাট বেঁধে যেন একখণ্ড মেঘের সৃষ্টি করেছে। দূরবীন দিয়ে দেখলে ঐ জায়গাতে হাজার হাজর নক্ষত্র চোখে পড়বে।

যে রাত্রিতে আকাশে চাঁদ থাকবে না,—কুয়াশা, ধোঁয়া, মেঘ কিছুই থকবে না, তখন একবার আকাশখানিকে দেখো। সেই সময়ে মনে মনে ভাবো যে, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে রয়েছে, তারা আলোর বিন্দু নয়—প্রত্যেকেই এক একটি মহাসূর্য! আমাদের সুর্যের চেয়ে কোন কোনটি শতগুণ বড়। সুর্যের চেয়ে তারা শত শত গুণ বেশী তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায়।

অনুশীলনী

১। শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো :

দপ্ দপ্, মিট্মিট্, সাদা, হলদে, লাল, ধিক্ধিক্।

২। 'চঞ্চল' 'ধুকধুকি' 'হাজার হাজার' 'সূর্যের'। শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাও :

তার —— আলো ধিকধিক করে জ্বলছে। এ যেন আকাশের তলায় একখানা ——।

দূরবীন দিয়ে দেখলে ঐ জায়গাতে —— নক্ষত্র চোখে পড়বে। আমাদের —— চেয়ে কোন কোনটি শতগুণ বড়।

৩। ছায়াপথ কাকে বলে ?

৪। আকাশের নক্ষত্রগুলি কি শুধুই আলোর বিন্দু, না অন্য কিছু ?

৫। নক্ষত্রশোভিত আকাশের বর্ণনা কর।

।। মৌখিক উত্তর দাও ।।

শিক্ষক মহাশয় রাত্রির আকাশ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে :

নক্ষত্রগুলিকে কখন মেঘের মত দেখায় ?

জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

শব্দসূচী

(অভিধান)

অ

অঞ্চল—এলাকা
অনর্গল—অবিরত, অবাধ
অস্পৃশ্য—স্পর্শের অযোগ্য
অকপট—সরল
অবহেলিত—উপেক্ষিত, অনাদৃত
অস্থির—অধীর
আগল—ঘের, বাঁধন
অবস্থাপন্ন—ধনী
অনাবৃষ্টি—বৃষ্টির অভাব
অতিবৃষ্টি—বেশী বৃষ্টি

আ

আত্মীয়—স্বজন, কুটুম্ব
আইন—রাজবিধি

উ

উৎসব—আনন্দজনক অনুষ্ঠান
উপার্জন—রোজগার

ক

কবি—যিনি কবিতা লিখে যশ-লাভ করেন
কড়া—কঠোর
কাতর—ব্যাকুল

খ

খুনী—হত্যাকারী
খ্যাতি—যশ
খুশী—আনন্দিত

গ

গুরুগিরি—শিক্ষকের মত ব্যবহার
গোপনে—কেহ না দেখে এমন ভাবে
গগন—আকাশ

চ

চিরস্মরণীয়—চিরকাল মনে রাখার যোগ্য

ছ

ছল—ছলনা, প্রতারণা

জ

জন্য—নিমিত্ত
জারি—আরম্ভ, প্রচার

ত

তিরোধান—মহাপুরুষদের মৃত্যু

তিমির—অন্ধকার
তোরণ—সিং দরজা

দ

দয়া—মমতা
দুর্গত—দুর্দশাপন্ন
দারিদ্র্য—নির্ধনতা
দেশবন্ধু—দেশের কল্যাণ সাধন যাঁহার ব্রত
দানশীলতা—দান করার স্বভাব

দ

দিলদরিয়া—যাহার মন সমুদ্রতুল্য, উদার

ধ

ধনী—অর্থবান

ধরন—রকম

ধারা—জলের স্রোত

ন

নাথ—প্রভু

নও—নতুন

প

পতি—প্রভু

পুঁথি—বই

পরিচিত—চেনা

ব

বিলাস—সুখভোগ

বিভোর—বিহ্বল

বরং—তার চেয়ে

বৌঠাকরুণ—বৌদিদি

বুলি—কথা

ব্যস্ত—আকুল

ম

মুক্ত—স্বাধীন

মহামানব—শ্রেষ্ঠ মানুষ

মর্যাদা—সম্মান

মহাত্মা—মহান ব্যক্তি

মুহূর্তকাল—অতি অল্প সময়

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার

র

রশি—দড়ি

স

সাধারণ—সাদাসিধে

সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষ

সহানুভূতি—সমবেদনা

সহপাঠী—এক সঙ্গে যে পড়ে

সার্থক—সফল

স্ফূর্তি—আনন্দ

ল

লাঞ্ছনা—অপমান

হ

হেরিলে—দেখিলে

হল্লা—গোলমাল